গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ও জীবনের বেশিরভাগ সময় বাংলার বাইরে কাটলেও তাঁর বাংলা সাহিত্যের জগতে সাবলীল বিচরণ লক্ষ করার মতো। প্রধানত কথা-সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি হলেও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ভ্রমনকাহিনী, প্রবন্ধ, নাটক, ছড়া, কবিতা, আত্মজীবনীতেও নিজের রচনার ছাপ রেখেছেন। ভূমিকা অংশে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূত্রপাত থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প জগতে আবির্ভাব পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক ইতিহাস ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই গবেষণা প্রকল্পের মূলস্বরূপ এবং আলোচনা ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণটির ধারণা দেওয়া হয়েছে। লেখক স্বয়ং নিজের সাহিত্যজীবন আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রেম-সম্পর্ক দ্বারা নর-নারীর জীবনালেখ্য নির্মাণে তিনি বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তাছাড়া লেখকের আরেকটি বিশেষ দুর্বলতার যায়গা ছিল শিশু ও কিশোর চরিত্র নিয়ে লেখালেখির জগতে বিচরণ। তাঁর লেখার একটা বিশেষ স্থান জুড়ে আছে শিশু ও কিশোর চরিত্রের জীবনচিত্র। আর সবচেয়ে বেশি যে উপাদান লেখকের গল্পে পাওয়া যায় তা হলো হাস্য-রসাত্মক গল্প। মানবজীবনের বিচিত্র ঘটনার রসময় প্রকাশ বিভূতিভূষণের সাহিত্য-জগতকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের বিবিধ বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি প্রধানত এই তিনটি বিষয়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। গবেষণা প্রকল্পটি ভুমিকা ও উপসংহার ছাড়া নিম্নলিখিত মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে –

প্রথম অধ্যায়	:	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকৃতি
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পভুবনের পরিচয় সংক্ষেপ
তৃতীয় অধ্যায়	:	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে শিশু ও কিশোর জীবনের রূপ ও রূপান্তরের অন্বেষণ
চতুর্থ অধ্যায়	:	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে নর-নারীর প্রেমের সম্পর্কের রূপ ও রূপান্তরের অন্বেষণ
পঞ্চম অধ্যায়	:	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের হাস্য-রসাত্মক গল্পে জীবন বৈচিত্র্যের রূপ ও রূপান্তরের অন্বেষণ

প্রথম অধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকৃতি

মানবজীবন ও সাহিত্যকর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কারণ জীবনেরই প্রতিরূপ স্রষ্টা তার অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্যের দর্পণে ফুটিয়ে তোলেন। যেকোনো লেখকের জীবনের সঙ্গে সাহিত্য পরিচয় অন্বিত করার বিশেষ একটা কারণ আছে। প্রত্যেক সাহিত্যস্রষ্টাই জীবনশিল্পী এবং সমগ্র জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের ভাবনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। প্রবাসী বাঙালি পরিবারের সন্তান বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাল্য, কৈশোর, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবনের পাশাপাশি সমগ্র সাহিত্যজীবনের পরিচয় তুলে ধরাটা বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার অপেক্ষা রাখে। লেখকের ব্যক্তিজীবন ও সমগ্র সাহিত্য-সম্ভারের সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া লেখকের রচনার বিশ্লেষণ করে যথার্থ সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৪ – ২৯শে জুলাই, ১৯৮৭) প্রায় শতাব্দীকালীন জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই-এর ছবি এবং সমগ্র সাহিত্যকর্মের পরিচয় প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। লেখকের জীবনের দিকবদলের প্রভাবে প্রবাহিত হয়ে। সাহিত্যের পালাবদল কিভাবে পরিচালিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে। বিহারের পটভূমিতে অবাঙালি জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী এই লেখকের বাঙালি জীবন ও চরিত্রের সাহিত্যিক রূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। ছোটগল্প ছাড়াও লেখকের অন্যান্য সাহিত্য প্রকরণের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণাও এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পভুবনের পরিচয় সংক্ষেপ

যেহেতু এই গবেষণাকর্ম লেখকের গল্পজগৎকে নিয়ে, সেই হেতু এই অধ্যায়ের পরিকল্পনা। গল্পজগতের সামগ্রিক ধারণা ছাড়া মূল আলোচনার অংশ নির্বাচন করা যায় না। এই অধ্যায়ের মূল আলোচনার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে লেখকের সম্পূর্ণ গল্পসম্ভারের পরিচয় দান। লেখকের গল্পের চিত্র কোন্ কোন্ বিষয়ে গতায়াত করেছে তার একটা সুস্পষ্ট ছবি দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘অবিচার’, যে গল্পটি আষাঢ় ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫) ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর দু’দশক বছর

পরে বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে (১৯৩৭) প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রাণুর প্রথম ভাগ' পাঠকের সামনে আসে। এরপর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বিভূতিভূষণ গল্প রচনায় কোনো বিরতি রাখেননি। প্রায় পাঁচ দশক ধরে পঞ্চাশটিরও বেশি গল্পগ্রন্থে প্রায় চার শতাধিক গল্প নিরলসভাবে একের পর এক রচনা করে গেছেন গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। যে কোন লেখকের গল্পের বিষয় বিভাজন করাটা দুরূহ একটা ব্যাপার। কারণ, একই গল্পে একাধিক বিষয়ের উপস্থিতি অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। তবে যে বিষয়ের ভাবনা সবচেয়ে বেশি এবং লেখকের উদ্দেশ্যপ্রসূত সেটাকেই গল্পের মূল বিষয় হিসেবে ধরে নেওয়া সমীচীন। যদি কোন লেখক একই বিষয়ভূক্ত অনেক সংখ্যক গল্প রচনা করেন, তাহলে সেই বিষয়কে লেখকের বিশেষ প্রবণতা হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। একালে ছোটগল্পের নানান শ্রেনী বিভাজন করা হয়েছে। যে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি বিভূতিভূষণের গল্পে দেখা দিয়েছে সেগুলি হল – শিশু ও কিশোর চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প, হাস্য-রসাত্মক গল্প, প্রেমের গল্প, পারিবারিক গল্প, সামাজিক সমস্যামূলক গল্প, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক গল্প, অতিপ্রাকৃত ছোঁয়ায় আধিভৌতিক গল্প, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক গল্প প্রভৃতি। লেখকের গল্পসাহিত্যের বিষয়ভিত্তিক শ্রেনীবিভাজনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কণ করতে এই অধ্যায়ের অবতারণা।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে শিশু ও কিশোর জীবনের রূপ ও রূপান্তরের অন্বেষণ

জীবনের প্রথম দুটি পর্যায়ের অর্থাৎ শিশু ও কিশোরের জীবন-ছবির স্থান এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এই শিশু ও কিশোর চরিত্র নিয়ে গল্প রচনার একটা প্রবণতা বাংলার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার সাহিত্যেও লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যে শিশু ও কিশোর চরিত্র নিয়ে সাহিত্য-সম্ভার কম নয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জগতের একটা বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে শিশু ও কিশোর জীবনের প্রতিচ্ছবি। লেখকের গল্পজগতেও রয়েছে শিশুদের কল্পনার রাজ্য, যাদের নিয়ে প্রায় অর্ধ শতাব্দী লিখেও লেখকের থেকে গেছে অপূর্ণতা। লেখক গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির দ্বারা, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার স্পর্শে শিশু-কিশোর রাজ্যে অবগাহণ করেছেন নানা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে।

জগৎ ও জীবনকে দেখার একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি শিশু-কিশোরদের মধ্যে থাকে। বাইরের এই জটিল পৃথিবী ও সমাজের নানা কার্যকলাপ শিশুর মনোজগতে কিভাবে ধরা দেয়— সেই অনুভূতির সরস প্রকাশ এই গল্পগুলিতে। শিশু-কিশোর মনের বিচিত্র অলীক কল্পনার জগৎ, শৈশবের মানসিকতা, বড়দের অনুকরণ, স্বপ্ন ও সংকট ইত্যাদির নিখুঁত প্রকাশ হয়েছে এই সব গল্পে। বিভূতিভূষণের শিশুচরিত্র বিশিষ্ট সাহিত্য শুধু শিশুদের নয় সকল পাঠককুলের আনন্দের সামগ্রী। শিশু চরিত্রের স্রষ্টা অনেকে থাকলেও শিশুমনের নানান মাত্রা বিভূতিভূষণ যেভাবে স্পর্শ করেছেন সেভাবে হয়তো আর কেউ পারেননি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শিশু চরিত্রবিশিষ্ট জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে এমন কিছু গল্প হলো – 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'ননীচোরা', 'শ্যামল-রাণী', 'স্বয়ম্বরা', 'বাঘ', 'কালোবাজার', 'সান্ত্রী', 'বৈদিক ও গান্ধর্ব', 'মিনুর স্বপ্ন', 'বাদল', 'লেতিচ্চিৎ', 'পীতু', 'হাতে-খড়ি', স্মৃতি-মাত্র', 'ঘটকালি', 'লব্', 'মা', উপোস' প্রভৃতি। কিশোর জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ড ও অদ্ভুত দুরন্ত-ডানপিটে কর্মকলাপে পরিপূর্ণ গল্পগুলিও লেখক মূলত নিজের জীবনের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন গল্পে। জীবনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু গল্প হল – 'গোলাপি রেশম', 'ভারত উদ্ধার ও পাঁঠা', 'ফুটবল লীগ', 'ভক্ত', 'ঘটকালি', 'নভেলিষ্ট', 'শনিবারের উপদেশ', 'ঘোষের অভিমন্যু', 'ওরা এবং আমরা', 'লব্', 'ইতিহাস' প্রভৃতি। বিভূতিভূষণের শিশু-কিশোরদের প্রতি এতটা আগ্রহ ও দুর্বলতার কারণ, শিশু ও কিশোর সাহিত্যিক হিসেবে গল্পগুলির সার্থকতা, শিশু ও কিশোর জীবনের গল্পরূপ প্রকাশের যাথার্থ্যতা প্রভৃতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে নর-নারীর প্রেমের সম্পর্কের রূপ ও রূপান্তরের অন্বেষণ

মানবজীবনে দুটি হৃদয়ের মধ্যে প্রেম-ভাবের আদান-প্রদান খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এর আবেদন চিরকালের। এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টির পরিমান প্রচুর। নর-নারীর মিলন-বিরহে অনুভূতির লীলাখেলা গল্পসাহিত্যে এক বিচিত্র রসবোধের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতাও এই ধারার গল্প রচনায় বিশেষ

সহায়তা করেছে। লেখক নিজে প্রেমকেই সাহিত্যের সবচেয়ে বড় উপজীব্য বলে ঘোষণা করেছেন। প্রেম-ভাবের দ্বারা গড়ে ওঠা সম্পর্কে মানবজীবনের বিশেষ একটি পরিচয় ফুটে ওঠে। মিলন-বিরহের পরিণতিতে বাঙালি মানসের পরিচয় গল্পে কিরূপ ছবি উন্মোচন করেছে সেটা অবশ্য বিশ্লেষণের যোগ্য। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের বিশেষ একটি অংশ প্রেমের গল্প। প্রাক্-বিবাহ প্রেম তো বটেই, অকৃতদার এই লেখকের বিবাহোত্তর দাম্পত্য প্রেমের পরিবেশনও প্রচুর। এই ধরণের গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে – 'অকাল বোধন', 'হৈমন্তী', 'পূর্ণ চাঁদের নষ্টামি', 'নোংরা', 'তাপস', 'বর্ষায়', 'বসন্তে', 'উপবাসী', 'ভালোবাসা', 'ভালোবাসা একটি আর্ট', 'ফার্স্ট বয়', 'যুগান্তর', 'কলতলার কাব্য', 'নবোঢ়ার পত্র', 'প্রশ্ন', 'ধর্মতলা-টু-কলেজ স্কোয়ার', 'পৃথ্বীরাজ', 'ঝড়ের পাখি', 'কবি', 'আপনি' প্রভৃতি। নর-নারীর প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, অনুরাগ, প্রণয় সংশ্লিষ্ট জীবনের স্বরূপ বিভূতিভূষণের গল্পে কিভাবে উপস্থাপিত ও কতটা রসোত্তীর্ণ হয়েছে সেটাই এই অধ্যায়ে আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের হাস্য-রসাত্মক গল্পে জীবন বৈচিত্র্যের রূপ ও রূপান্তরের অন্বেষণ

দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত জগতে, জানা-শোনা মানুষে, নানা টুকরো টুকরো ঘটনায় হাসির উদ্রেককারী উপাদান বর্তমান থাকে। এসব উপাদানকে কেন্দ্র করে নানা সাহিত্যিক প্রকরণে তার বহিঃপ্রকাশ বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম জনপ্রিয় ধারা। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম হাসির উপাদানকে কেন্দ্র করে একসময় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। সেই ধারায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একটি শ্রুতপূর্ব নাম। প্রায় সমগ্র বিশ শতক স্বদেশ ও বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তাল সময়ের পরিচায়ক হলেও, সুদীর্ঘ সময় ধরে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যে হাস্যরস-চর্চা অবাক করার মতো। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নানা গল্পে মজাদার কাহিনীতে কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা পাঠককে অনাবিল হাসির জগতে নিয়ে যায়। হাস্যরসের নানা রকমফের বর্তমান – কখনো তা বিশুদ্ধ, উচ্চাঙ্গের অর্থাৎ 'হিউমার'-এর হাসি, কখনো বা বাক্চাতুর্যে বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্যরস বা 'উইট'-এর পরিচায়ক, কখনো বিদ্রূপাত্মক স্যাটায়ারের হাসি, আবার

কখনও নির্মল কৌতুক বা 'ফান'-এর হাসি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে যথার্থ হিউমারের পরিচয় সবচেয়ে বেশি থাকলেও বেশ কিছু গল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলির নানা চরিত্রের কথাবার্তা-কার্যকলাপের অসঙ্গতি, নানা সাধারণ ও ছোটো ছোটো ঘটনার অসঙ্গতি বর্ণনার গুণে কৌতুকময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ও বাঙালি মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসা থেকে লেখকের এই পরিহাসময় জীবন-ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। এই ধরণের গল্পগুলির মধ্যে কিছু নাম – 'বি-এন-ডব্লুর ব্রাঞ্চলাইনে', 'এক রাত্রি', 'কৈকালার দাদা', 'বরযাত্রী', 'বর ও নফর', 'পাকা দেখা', 'কুইট ইন্ডিয়া', 'নিকটেই ছিল', 'গণৎকার', 'গান', 'মুনাফা', 'জামাই-ষষ্ঠী', 'হোমিওপ্যাথি', 'শোকসভা', 'গড়ের বাদ্যি', 'দ্রব্যগুণ', 'মুরারি ডাক্তারের ঠিকেদারি', 'মাথা না থাকিলে...', 'যুদ্ধের হিড়িকে', 'ভাগ্যিস মাইনে বাড়ায়নি', 'মল্লার', তালবেতাল', নির্বাসিত' প্রভৃতি। তৎকালীন বাঙালি সমাজ-জীবনের কিছু শ্রেণী চরিত্রের অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা, নানা ভণ্ড, অসাধু ও শঠ চরিত্রের পরিচয়ে মূলত এই হাসির গল্পগুলির বহিঃপ্রকাশ। লেখকের ভ্রমণ, বিশেষত রেল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের কার্যকলাপ হাসির গল্পের অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। হাস্যরসের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দসৃজন হলেও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় হাসির মোড়কে জীবনচিত্রের কিরূপ ছবি তুলে ধরেছেন তা অবশ্যই আলোচনার অন্যতম বিষয়। এই অধ্যায়ে হাসির বিষয়ভূক্ত গল্পের আধারে বিভূতিভূষণের হাস্যরস সৃজনের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার

আলোচ্য পাঁচটি অধ্যায়ের বিশদালোচনা ও মূল্যায়ণের দ্বারা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পকার সত্তার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে উপসংহার অংশে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব, সৌন্দর্য সম্বন্ধে লেখকের ধারণা, প্রেম ও মোহ বিষয়ে লেখকের ভাবনার অভিনবত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনামূলক ইতি টানা হয়েছে এই পর্বে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় হয়ত এমন এক সাহিত্যিক যিনি সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে শিশু ও কিশোর জগৎকে নিয়ে সাহিত্য-চর্চা করে গেছেন। তাদের প্রতি এমন অদ্ভুত টান সত্যিই অবাক করার মতো। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক গল্পজগতে দীর্ঘকাল বিচরণের কারণ অনুসন্ধানে কিছুটা অবাক

হতে হয়। লেখক নিজের স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছেন, বিষণ্ণতাই যেন তাঁর মনের মুল উপাদান। এই বিষণ্ণতাবোধ থেকে উত্তরণের প্রয়াসে বাঙালি জীবনকে প্রভাবমুক্ত করতে হয়তো উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই লেখকের এই কৌতুকময় জীবনের প্রতি যাত্রা। সরস মানব জীবনের ইতিবাচক দিক গুলি তাঁর সাহিত্যের পাতায় ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পদৃষ্টি, সরস প্রকাশভঙ্গি, ইতিবাচক জীবনদর্শন, লেখকের বাংলা ও বাঙালির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণ প্রভৃতি আলোচনা স্থান পেয়েছে উপসংহারে।